بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২১শে আগষ্ট, ২০২৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনা, উপদেশাবলি ও জীবনাদর্শ তুলে ধরেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কীভাবে তাঁর সাহাবীদেরকে কৃতজ্ঞতার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতেন, সে প্রসঙ্গে হযরত পীর সিরাজুল হক সাহেব নোমানী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, আজ তোমার আর মীরান বখ্শ সওদায়ীর মধ্যে কী নিয়ে তর্ক হচ্ছিল? পীর সাহেব (রা.) বলেন, আমি ভয় পেয়ে যাই যে, হুযূর না জানি আবার কী বলেন! আমি ভয়ে ভয়ে পুরো ঘটনা খুলে বলি। তখন হুযূর (আ.) বলেন, **সওদায়ী (মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি) তো মারফূউল কালাম অর্থাৎ, যার ক্ষেত্রে শরীয়তের কোনো বিধান প্রযোজ্য নয়। অতএব, তোমাদের তো এমন লোকদের দেখে তাদের সাথে তর্ক করার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত যে, আল্লাহ্ তোমাদের সমস্ত নিয়ামত দান করেছেন এবং বঞ্চিত রাখেননি।**

একদিন ফজরের নামাযের পরে হুযূর (আ.) জিজ্ঞেস করেন, আজ রাতে সারেঙ্গি ও তম্বুরা কোথায় বাজছিল? এর উত্তরে বলা হয়, মির্যা নিজাম উদ্দীন এক নর্তকীকে ডেকে এনেছিল, সে সারারাত জেগে নাচ-গান করেছে। হুযূর (আ.) বলেন, **সুবহানাল্লাহ্! এই বারাঙ্গনা কত বড়ো কৃতজ্ঞ যে, মাত্র বিশ টাকার বিনিময়ে সারারাত জেগে নাচ-গান করেছে অথচ আমরা আমাদের প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা ও মালিকের জন্য এক-দুই ঘণ্টাও জাগতে পারি না।** এমনকি অনেকের জন্য ফজরের নামাযে ওঠাও কঠিন হয়ে যায়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অভ্যাস ছিল, আহার করার সময় 'সুবহানাল্লাহ্', 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলতেন আর এমনভাবে খাবার খেতেন যেন কোনো কিছু খুঁজছেন অর্থাৎ, প্রতি লোকমায় আল্লাহ্ তা'লার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখেছি, তিনি রুটির একটি ছোট্ট টুকরো মুখে দিতেন এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত চিবাতেন যতক্ষণ দাঁত তা চিবাতে পারতো। এরই মধ্যে দ্বিতীয় লোকমাটি দীর্ঘক্ষণ নিজের হাত দিয়ে মাখাতে থাকতেন এবং সাথে 'সুবহানাল্লাহ্, সুবহানাল্লাহ্' বলতে থাকতেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **উপকরণাদি বা মাধ্যম পরিহার করা আল্লাহ্‌র শরীয়ত পরিপন্থী। তাওয়াক্কুলের স্থান হলো এর পরে অর্থাৎ, উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে— কেবল সেগুলোর ওপরই ভরসা না করা, বরং প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান হলো উপকরণগুলোর পেছনে আল্লাহ্ তা'লার হাতকে দেখা।**

হযরত মুহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, ১৯০৪ সালে করম দ্বীনের মামলার সূত্রে হুযূর (আ.) যখন গুরুদাসপুরে অবস্থান করছিলেন, তখন এই অধম হুযূর (আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হয়। একদিন এক বন্ধু তাজা পাকা খেজুর নিয়ে আসেন। কেউ একজন বলেন, এগুলো উষ্ণ প্রকৃতির বা গরম বৃদ্ধিকারী। তখন সেই বন্ধু বলেন, যত খুশি খেজুর খেয়ে নিন, এরপর একটু পেঁয়াজ খেয়ে নিলে এর গরম ভাব কেটে যাবে। হুযূর (আ.) এ কথা শুনে বলেন, **আল্লাহ্ তা'লা কী চমৎকার ব্যবস্থা করে রেখেছেন যে, প্রতিটি জিনিসের প্রতিষেধক বিদ্যমান রেখেছেন। আম খেলে তার মিষ্টির প্রভাব দূর করার জন্য কিছু জাম খেয়ে নিতে পারেন আবার কলা বেশি খেয়ে ফেললে কিছু কাঁচা চাল চিবিয়ে খেলে এর মিষ্টির প্রভাব দূর হতে পারে।**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর চরিত্রের একটি উজ্জ্বল দিক হলো, তাঁর স্বভাবের মধ্যে এতটা বিনয় ও কৃতজ্ঞতাবোধ ছিল যে, ছোটোখাটো সেবা ও কথার জন্যও তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। হুযূর (আ.) যখন 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থ রচনা করেন, তখন এই কাজে সাহায্যকারীদের নাম লিপিবদ্ধ করেন এবং সেই তালিকায় তাদের নামও রয়েছে যারা মাত্র দুই আনা দিয়েছিলেন। হুযূর (আ.) একটি বই রচনা করেছিলেন যার নাম রেখেছিলেন 'মিনানুর রহমান'। এই পুস্তকে তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, আরবী ভাষা হলো 'উম্মুল আলসিনা' অর্থাৎ, সকল ভাষার জননী। এ প্রেক্ষিতে যেসব বন্ধু কিছু রেফারেন্স বা উদ্ধৃতি খুঁজে বের করতে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি বলেন, **আমরা এখানে আমাদের সেসব বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে পারছি না যারা আমাদের এ কাজে বিভিন্ন ভাষার মাঝে পারস্পরিক যোগসূত্রপ্রমাণে সাহায্য করেছেন। আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে একথা প্রকাশ করছি যে, আমাদের বন্ধুরা এ কাজে যে কঠোর পরিশ্রম করেছেন, তা নিশ্চিতভাবেই এই পৃথিবীর বুকে ততোদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে যতোদিন এই পৃথিবী জনবহুল থাকবে। এই খোদার বান্দারা অত্যন্ত উদ্দীপনার সাথে তাঁদের মূল্যবান সময় আমাদের দিয়েছেন এবং দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম ও ঘাম ঝরিয়ে এই মহান কাজটি সম্পন্ন করেছেন। আমি জানি, আল্লাহ্‌র দরবারে তারা অনেক প্রতিদান পাবেন, কারণ তাঁরা এমন এক যুদ্ধে অংশীদার হয়েছেন যাতে শীঘ্রই ইসলামের পক্ষ থেকে বিজয়ের জয়ঢাক বাজবে। অতএব তাঁদের প্রত্যেকেই ঐশী পদক পাওয়ার যোগ্য।**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মিয়াঁ মঞ্জুর মুহাম্মদ সাহেব (রা.)-র উল্লেখ করে বলেন, খোদার অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এ কথা উল্লেখ করা আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, আমার গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলীতে আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপায় আমাকে একজন দক্ষ ও কৃতজ্ঞতা লাভের যোগ্য নিষ্ঠাবান ব্যক্তি দান করেছেন অর্থাৎ, প্রিয় মিয়াঁ মঞ্জুর মুহাম্মদ ক্যালিগ্রাফার। তিনি খুবই সুন্দর হাতের লেখার অধিকারী আর তিনি জাগতিকতার জন্য নয়, বরং কেবল ধর্মের ভালোবাসায় কাজ করেন এবং স্বদেশ থেকে হিজরত করে এখানেই অর্থাৎ কাদিয়ানে বসবাস শুরু করেছেন। এটি আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহ, আমার ইচ্ছানুযায়ী এমন একজন নিষ্ঠাবান ও উদ্যমী ব্যক্তি আমি পেয়েছি যে, আমি যেকোনো সময় দিনে বা রাতে তাঁর কাছ থেকে ক্যালিগ্রাফির সেবা গ্রহণ করি এবং তিনি সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে খোদা তা'লার সন্তুষ্টির জন্য এই সেবা করে থাকেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, **নবীরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ চিত্তের অধিকারী হন। সামান্য থেকে সামান্যতম বিষয়েও অনেক বড়ো অনুগ্রহ অনুভব করেন। তিনি (রা.) বলেন, আমি দেখেছি যখন হুযূর (আ.)-এর বইপুস্তক দিন-রাত ছাপানো হতো, তখন শত চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি বহু রাত একদমই ঘুমাতেন না। কিন্তু রাতে যখনই কেউ প্রুফ নিয়ে আসতেন, তখন তার ডাক দেওয়ার সাথে সাথেই তিনি নিজে উঠে যেতেন এবং সাথে এটাও বলতেন যে, 'জাযাকাল্লাহু আহসানাল জাযা' (আল্লাহ্ আপনাকে সর্বোত্তম প্রতিদান দিন)।**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ছোটো-বড়ো প্রতেককে, যিনিই তাঁর কোনো সেবা করতেন, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন। হযরত এনায়েতুল্লাহ্ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, আমি যখন প্রথমবার কাদিয়ানে এসেছিলাম, তখন আতরের একটি শিশি সাথে করে নিয়ে এসেছিলাম। আমি পায়ে হেঁটে সফর করেছিলাম। পথিমধ্যে রাতে বাটালায় অবস্থানকালীন দেখি যে, এক ফোঁটা ছাড়া বাকি সব আতর পড়ে গেছে। এতে আমার খুবই আক্ষেপ হয়। মাগরিবের নামাযের সময় হুযূর মসজিদে মুবারকের ছাদে আসলে আমি হুযূরের সঙ্গে করমর্দন করি এবং হুযূরের পা টিপতে থাকি। তখন আমি নিবেদন করি, হুযুর! আমি এক শিশি আতর নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু আসার সময় রাস্তায় তা পড়ে গেছে। এরপর সেই এক ফোঁটা আতরসহ শিশিটি হুযূরের সমীপে পেশ

করি। হুযূর বলেন, **তুমি পুরো শিশির সওয়াব পেয়ে গেছ। এরপর হুযুর (আ.) 'জাযাকাল্লাহ' বলেন অর্থাৎ, আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন।**

হযরত মুহাম্মদ ইসমাইল সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, তখন আমার বয়স ছিল প্রায় বিশ বছর। গুরদাসপুরে করম দ্বীন জেহলমীর মামলার রায় ঘোষিত হওয়ার কথা ছিল। রায় ঘোষণার এক দিন আগে আমি নিজের গ্রাম থেকে সেখানে পৌঁছেছিলাম। সেখানকার একটি বাংলোতে হুযূর (আ.)ও অবস্থান করছিলেন। গ্রীষ্মকাল ছিল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একটি কক্ষে বসেছিলেন। সেখানে আমার পিতা মিয়াঁ জামাল উদ্দীন সাহেব, মিয়াঁ মুহাম্মদ দ্বীন সিখওয়ানী সাহেব এবং চৌধুরী আবদুল আযীয সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। আমি গিয়ে হুযূরকে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করতে শুরু করি। হুযূর (আ.) আমার দিকে তাকান এবং আমার পিতা মিয়াঁ জামাল উদ্দীন সাহেবের দিকে ইশারা করে মুচকি হেসে বলেন, **'মিয়াঁ ইসমাঈলও এসে সওয়াবের অংশীদার হয়ে গেল।'** তিনি বলেন, এই সামান্য এবং অতি সাধারণ সেবাতেও হুযূরের খুশি হয়ে যাওয়ার বিষয়টি আজও যখন আমার মনে পড়ে, তখন আমার অন্তরে এক বিশেষ আনন্দ অনুভূত হয়।

হযরত মিয়াঁ সদরুদ্দীন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, চৌধুরী ভোলে আমাকে বলেছে, একবার আমি হযরত আকদাস (আ.)-এর সঙ্গে বাটালায় গিয়েছিলাম। হুযূরের কাছে একটি ঘোড়া ছিল। কিছুক্ষণ তিনি নিজে ঘোড়ায় আরোহণ করেন, আর কিছুক্ষণ আমাকে ঘোড়ায় আরোহণ করান। এরপর কিছু সময় ঘোড়াটিকে খালি নিয়ে হাঁটতে থাকেন, যাতে ঘোড়াটিও কিছুটা বিশ্রাম পায়।

অনুরূপভাবে, **মাদ্রাসা আহমদীয়ায় নিযুক্ত চেরাগ চাপরাসীর বাবা** আমাকে বলেন, একবার হুযুর (আ.) তাকে সাথে নিয়ে 'ফজ্যে কাশ্মীরি' নামের কূপের কাছে গোসল করার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। পথিমধ্যে হুযুর আমাকে এক পয়সা দিয়ে বলেন, মুড়ালি বা মিষ্টি নিয়ে এসো। আমি যখন নিয়ে আসি, তখন তিনি সেগুলো দুই ভাগ করে এক ভাগ আমাকে দেন। আমি নিতে অস্বীকার করছিলাম, কিন্তু হুযূর আকদাস বলেন, 'আমি একা এগুলো কীভাবে খাবো? আমি টাকা দিয়ে এগুলো আনিয়েছি, কিন্তু পরিশ্রম তোমার —তুমি এগুলো নিয়ে এসেছ। এভাবে হুযুর অর্ধেক আমাকে দিয়ে দেন। এটিও অন্যের কাজের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত।

হযরত শের মুহাম্মদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, করম দ্বীনের মামলায় হুযূর (আ.) যখন জেহলম যান, তখন বাটালায় কিছু বন্ধু হুযূর (আ.)-এর জন্য চায়ের আয়োজন করেছিলেন। হুযূর (আ.) জিজ্ঞেস করেন, চায়ের দাওয়াত কে দিয়েছে? অতঃপর যারা চা পান করিয়েছিলেন হুযূর (আ.) তাঁদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং কেবল তখনই নয়, বরং পরবর্তীতে পত্রিকায় ঘোষণা দিয়েও তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অথচ তাদের ঘরে এমন মহিলাও বাবুর্চি হিসেবে কাজ করতো যারা ঈসা (আ.)-কে খোদার পুত্র জ্ঞান করত, তথাপি তিনি (আ.) খুশি হয়েছেন এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

মিয়াঁ নবী বখ্শ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার হুযূর (আ.) বাগানে হাঁটছিলেন। তাঁর হাতে একটি লাঠি ছিল যা ফল পাড়ার সময় গাছে আটকে যায়। তিনি ঝটপট গাছে উঠে লাঠিটি নামিয়ে আনেন। হুযূর (আ.) এতে এতটাই খুশি হন যে, বারবার তার প্রশংসা করতে থাকেন যেন তিনি অনেক বড়ো কোনো কাজ করে ফেলেছেন।

এছাড়া হুযূর (আ.)-এর জন্য যখন কেউ উপহার আনতো, তখনও তিনি খুব খুশি হতেন এবং বাড়িতেও তার নাম উল্লেখ প্রশংসা করতেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও কৃতজ্ঞতার উচ্চ মান প্রতিষ্ঠা করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **www.mta.tv** এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট **www.ahmadiyyabangla.org-এ**]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)